বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৩৭	প্রথম সংখ্যা

স্ত্রী-স্বাধীনতা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির ঠিক মতো উত্তর দিতে হ'লে অনেক কথা লিখ্‌তে হয়। কিন্তু আমার অবকাশ বড়ো সঙ্কীর্ণ। তবু নিরুত্তর থাক্‌তেও প্রবৃত্তি হ'লো না, কেননা তোমার চিঠিতে মননশীল চিত্তের পরিচয় পাওয়া গেল। তোমার দৃষ্টি-প্রসারতার প্রশংসা করি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা শব্দ অবলম্বন ক'রে বিস্তর তর্ক চল্‌চে, কিন্তু মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে এই শব্দের সংজ্ঞা কেউ নির্দ্দেশ ক'রে নিয়েচেন তার পরিচয় পাইনি।

আমরা যখন বালক ছিলুম, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝ্‌তুম বাহিরে বিচরণের স্বাধীনতা। এখনো বাংলাদেশে মেয়েদের বাহিরে বিচরণ যে সম্পূর্ণ অবাধ হয়েচে, তা নয়। কিন্তু তবু এ সম্বন্ধে তর্কের জোর আজকাল অনেকটা কমে গেছে। অন্তত যে দলের মধ্যে লেখালেখি বকাবকি চল্‌চে, এ কথাটুকু নিয়ে তাঁরা খুব বেশি উত্তেজিত হবেন না। সেকালের স্ত্রী-স্বাধীনতার তর্কটা সমস্তই দেশজ, আমাদেরই তাৎকালিক অবস্থার মধ্যেই সেটা অবরুদ্ধ। সম্প্রতি যে তর্কটা উঠে পড়েচে সেটাতে দেশী রং নেই, সেটা যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের মতো বিদেশ থেকে এসে পড়েচে।

য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিয়েচে। সেখানকার সমাজের মধ্যেই তার স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান। সেখানকার স্বভাবের নিয়মেই তার একটা নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু আমাদের ভাষাটার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠের প্রাণগত যোগ নেই, প্রতিধ্বনির উপর এর আশ্রয়।